Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 675 - 680
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 675 - 680
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আব্বাসউদ্দীনের অনুরোধে কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী সঙ্গীত তথা গজল-চর্চা

ড. মিনাল আলি মিয়া
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়
Email ID : minal87011@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Dimension, Islamic Song, Unique, lyricist, expression etc.

Abstract
Music is the expression of human heart. But music heart is song. The song has expressed the happiness, sorrow and joy of people in the world. Many songwriters and singer do having created variety dimension of song. The name of Nazrul Islam has to mention in the discussion of the song in Bengal. He is one of the lyricists in Bengali song. Classical song, Shyama Sangeet, patriotic and Islamic songs his own a unique creation of the traditional song in Bengal. Actually, Nazrul was humanity poet and writer. He did establishment of human harmony in religious structure. His self-glory by experimenting with themes like leto songs, Arabic-Persian and mythical. He has come in contact with many talented people; Abbas Uddin Ahmed is one of them. As Abbas Uddin got the opportunity to record music by Nazrul's hand, Nazrul Islam devoted himself to the practice of Islamic music at his request. Due to the combined efforts of the two, Islamic music and Gazal's are still heard in Muslim festivals, events and entertainment.

Discussion

বাংলা ক্লাসিক সংগীতচর্চায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও সুরকার কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। নজরুল ইসলাম সহজাত প্রতিভা ও হৃদয়ের আকুতি থেকেই গুলবাগিচায় বুলবুল সৃষ্টি করেছেন — 'নজরুলগীতি' বিশ্ব। বিভিন্ন রাগ-বিষয় ও দেশি-বিদেশী সুর সমাহারে তাঁর গীতিবিশ্ব রকমারি পাপড়ির মতোই সুন্দর। হৃদয়-প্রেমে, স্বদেশভূমির মহিমা কীর্তনে, মায়ের মহিমা অনুধাবনে শ্যামা পূজায়, আর জাহেলিয়াত যুগের অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশারী নবী হজরত মহম্মদের আত্মত্যাগের স্বরূপকে স্মরণ করে— বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির অপার বিস্ময়কে তুলে ধরেছেন তাঁর গীতিমালায়। প্রসঙ্গত শ্রী নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন—'সঙ্গীতে তিনি দেশপ্রেম, যৌনচেতনা, প্রেম, ভক্তি, নিসর্গ প্রীতি, নারীর মর্যাদায় বিশ্বাস, গণমুক্তির প্রতি আস্থা প্রভৃতি বিচিত্র মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন। এ-ক্ষেত্রে বাণীর মাধুর্যের উপর অতিরিক্ত একটি গুণ আরোপিত হয়েছে— সুর-সৌন্দর্য।'[১] এমনি এক বিরল সৃষ্টিশীল প্রতিভা নজরুল ইসলাম। বটবৃক্ষের মতো একদল তরুণ-তরুণীকে গীতিকার হয়ে ওঠার রশদ যুগিয়েছিলেন তিনি। আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, মোহিনী চৌধুরী,

আঙুরবালা দেবী, ইন্দুবালা দেবী প্রমুখ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সবার কাছে তিনি কাজী সাহের থেকে হয়ে ওঠেন 'কাজীদা'। শত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে আব্বাস উদ্দিনের অনুরোধ কিংবা এক প্রকার পীড়াপীড়িতে নজরুল ইসলামের ইসলামী গানের চর্চা ও জনপ্রিয়তা অর্জন।

বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ও ভাওয়াইয়া গানের সম্রাট আব্বাসউদ্দীন আহমেদ (১৯০১-১৯৫৯)। বয়সের দিক থেকে তিনি নজরুলের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রাম বলরামপুরে অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা জাফর আলি আহমেদ পেশায় উকিল। পিতার ইচ্ছা ছিল আব্বাস পড়াশুনা করে ব্যারিস্টার হবেন। কিন্তু গান ও যাত্রা-অভিনয়ের প্রতি আব্বাসের ছিল গভীর ঝোঁক। সহজাত প্রতিভার মুগ্ধ হয়ে তাঁর পিতা অভিযোগের সুরে বলেছিলেন—'ছেলে হয়ত ভবিষ্যতে গাইয়ে হবে।'[২] পড়াশুনার সঙ্গেই চলছিল তাঁর গানের চর্চা। ফাঁকা পরিবেশ পেলেই আব্বাস উদার কণ্ঠে গান গাইতেন। কোচবিহারে ভিক্টোরিয়া কলেজ বর্তমানে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজে বি. এ. পড়ার সময়ে কোচবিহারের সুনীল রায়, সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়া প্রমুখ ভাওয়াইয়া শিল্পীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। কলেজে পড়ার সময় মিলাদ্ উপলক্ষ্যে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই অনুষ্ঠানে গানের সূত্রধরেই আব্বাসের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়। আব্বাসউদ্দীন লিখেছেন —

> "কুচবিহার কলেজের ছাত্র আমি, স্কুল-কলেজ মিলে প্রতি বৎসর মিলাদ্ করতাম। সেই মিলাদ্ মহফিলে কবিকে আমন্ত্রণ-করি। সেই থেকে পরিচয়ের সূত্রপাত। তিনি আমার গান শুনে আমাকে উৎসাহ দিলেন, বললেন, 'সুন্দর মিষ্টি কণ্ঠ, কলকাতায় চলো, তোমার গান রেকর্ড করা হবে।"[৩]

এই অল্প পরিচয়ে আব্বাস হয়ে উঠেন নজরুল অনুরাগী। একবার শুনেছেন নজরুল দার্জিলিং আসছে গান করতে। তিনিও অনুষ্ঠানের দিন সেখানে গিয়ে হাজির হন। ভরা অনুষ্ঠানে কবি নজরুল আব্বাসকে মঞ্চে ডাকেন এবং উপস্থিত দর্শকদের সামনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন —

> "এক নতুন শিল্পীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি— শ্রীমান আব্বাসউদ্দীন।"[৪]

মঞ্চে আব্বাস নজরুলের ও নেপালি গান করেছেন। নজরুলের আহ্বানে আব্বাস কলকাতায় যান বন্ধু জীতেন মৈত্রের বিয়ে উপলক্ষ্যে। গ্রামোফোন কোম্পানিতে অধ্যাপক বিমলদাস গুপ্তের সহযোগিতায় ১৯৩০ সালে আব্বাসের প্রথম গান রেকর্ড হয়। প্রথম গানের রেকর্ড প্রসঙ্গে আব্বাসউদ্দীন বলেছেন —

> "বিমলদা, রেকর্ডে আমার গান দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন? বললেন, 'গাও দেখি একখানা গান।' আমি গাইলাম কাজীদার 'কারার ঐ লৌহকপাট, ভেঙে ফেল করবে লোপাট।"[৫]

গান শুনে তিনি মুগ্ধ হন। আমার ঠিকানায় চিঠি পাঠাবেন বলে কথা দেন। তার সাতদিন পরেই আব্বাস উদ্দিন চিঠি পান। প্রথম রেকর্ডে তিনি দুটি গান করার সুযোগ পান। প্রথমটি হল — 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়া' এই গানটির সুর দিয়েছিলেন শৈলেন রায় ও আব্বাসউদ্দীন নিজেই। দ্বিতীয় হল— 'কোন বিরহীর নয়নজলে বাদল ঝরে গো।' গানটির সুর দিয়েছিলেন ধীরেন দাস। গান রেকর্ড ও কলকাতায় থাকার সুবাদে নজরুলের সঙ্গে আব্বাসের সখ্যতা আরও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কাজী নজরুল ইসলাম কাব্য-সাহিত্যে সঙ্গে গানের ক্ষেত্রেও পরাধীনতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করেছেন। সাম্য-ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার কথা বলেছেন। তবুও 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) কাব্যের 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'শাত-ইল-আরব', 'কোরবানী' ও 'মোহররম' ইত্যাদি কবিতা দেখে তাঁকে অনেকে 'মুসলমান কবি', 'হাবিলদার কবি' ও 'খিলাফতের' কবি বলে অভিহিত করেছিলেন। অপরদিকে শ্যামাসঙ্গীত রচনার জন্য নজরুল মুসলিমদের কাছে হয়েছেন চক্ষুশূল। কিন্তু তিনি কোনো কথাই কানে তোলেন নি, শুধু জারী রেখেছেন নিজ সাধনা-সংগ্রাম। মাত্র কুড়ি-বাইশ বছরের সাহিত্য সাধনায় অসংখ্য গান রচনা করেছেন। গবেষকদের গবেষণা মতে তাঁর গানের সংখ্যা ৩১৩৯টি, অনেকের মতে আরও বেশি। নজরুল কীর্তন, ভাটিয়ালী, সারি, জারি, মুর্শিদী, বাউল, রামপ্রসাদী, ঠুংরী, গজল, ধ্রুপদী, তোড়ী, জৈনপুরী,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 675 - 680
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভৈরবী, আশাবরী, পিলু, খাম্বাজ, বেহালা, ছায়ানট, ভূপালি প্রভৃতি লোকগীতি, দেশি-বিদেশী বহু রাগরাগিণীর সুরে তিনি গান লিখেছেন। প্রথাগত ভাবে কোনো গুরুর কাছে তাঁর গান শেখার সৌভাগ্য না হলেও 'লেটোদল' হয়ে উঠেছে তাঁর গান চর্চার প্রথম ভিত্তি। এই প্রসঙ্গে আজাহার উদ্দিনখান বলেছেন –

> "তাঁর সময় যে 'লেটোদল' ছিল তাঁদেরই সাহায্যে তাঁর গান সাধনা শুরু হয়েছিল– তাঁদের দলে থেকেই গান ও যন্ত্র ও সংগীত দক্ষতা লাভ করেন, গীত, রচনার হাতে খড়ি হয় তাঁদের দলে ভিড়েই।"[৬]

এছাড়াই তিনি বিভিন্ন সময়ে ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খান, ওস্তাদ দবিরখান, ওস্তাদ কাদের বক্স, সতীত কাঞ্জিলাল, মঞ্জুসাহেব, মাস্তান গামা, সুরেশচন্দ্র চক্রব্রতী ও আব্দুস সালাম প্রমুখ সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এবং নিজ সাধনায় তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আজাহার উদ্দীনখান নজরুলগীতিকে চারটি ভাগেভাগ করেছেন– ক) দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, খ) গজল বা প্রেমসঙ্গীত, গ) শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামী গান, ঘ) হাসির গান। নজরুল স্বদেশপ্রেমী। বিপ্লবী। পরাধীনতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। তিনি জনমানসে বিপ্লবী উদ্দীপনা জাগাতে সময় সচেতন গান রচনা করেছেন। যেমন– 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার', 'জাগো নারী বহ্নি শিখা', 'আজি রক্ত নিশাভোরে একি শুনি ওরে', ইত্যাদি গান আজও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষকে প্রতিস্পর্ধী করে তোলে। উর্দু গজলের অনুকরণে বাংলায় গজল সঙ্গীতের প্রচলন উনিশ শতক থেকে শুরু হলেও নজরুলের হাত ধরে আসে নতুন সুর-ঢঙ্ ও রঙ্। দেশীয় খেয়ালি ঠুংরি টপ্পার সঙ্গে বিদেশী পারসীয় গজলের রাগরাগিণীর সংমিশ্রণে নজরুল গজল - প্রেমসঙ্গীতকে বাঙালি ঘরানায় উপস্থাপন করেছেন। যেমন– 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল', 'দাঁড়ায়ে দুয়ারে কে তুমি ভিখারিণী', 'মুসাফির মোছরে আঁখি জল', 'না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়', ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত প্রেমের গান। তাঁর ব্যতিক্রমী সংগীতচর্চা হল শ্যামাসঙ্গীত। এই শ্রেণির কিছু গানে ভাব-ভক্তির সঙ্গে বাস্তব জীবন সমস্যার যেমন উঠে এসেছে তেমনি কিছু গান আধ্যাত্মিকতায় উপনীত হয়েছে। যেমন– 'বলরে জবা বল–কোন্ সাধনায় পেলি তুই শ্যাম মায়ের চরণ তল,' 'কালো মায়ের পায়ের তলায়, খেলছি এ বিশ্ব লয়ে,' 'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী', ইত্যাদি। শ্যামসঙ্গীত রচনায় নজরুল যতটাই উৎসাহী ছিলেন ইসলামী গানের ক্ষেত্রে ততটাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। এমন সময়ে আব্বাসউদ্দীন আহমেদ নজরুলকে ইসলামী সংগীত রচনার জন্য অনুরোধ করেন। তারপর থেকে শুরু হয় নজরুলের ইসলামী সঙ্গীত রচনা। এই প্রসঙ্গে আব্বাসউদ্দীন বলেছেন –

> "একদিন কাজিদাকে বললাম, 'কাজিদা, একটা কথা মনে হয়। এই যে পিয়ারু কাওয়াল, কাল্লু কাওয়াল এরা উর্দু কাওয়ালী গান, এদের গানও শুনি অসম্ভব বিক্রী হয়। এই ধরনের বাংলায় ইসলামী গান দিলে হয় না? ...আপনি যদি ইসলামী গান লেখেন তাহলে মুসলমানের ঘরে ঘরে আবার উঠবে আপনার গান।"[৭]

প্রস্তাবটি নজরুলের মনে ধরে এবং তিনি রাজি হয়ে যান।

নজরুল রাজি হলেও ইসলামী রেকর্ডে কিছু সমস্যা ছিল। কারণ গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে ব্যবসাহিক লাভ-ক্ষতির হিসেব আগে। শ্যামাসঙ্গীত রেকর্ড করে তাঁরা যে পরিমাণ লাভ করেছিলেন ব্যবসাহিক স্বার্থে হঠাৎ করে ইসলামী গান রেকর্ডে ছিল তাঁদের আপত্তি। তাই ইসলামী গান রচনার আগে নজরুল আব্বাসউদ্দীনকে গ্রামোফোন কোম্পানির ম্যানেজার ভগবতীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন। দীর্ঘ ছয়মাস ভগবতীবাবু আব্বাসের প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আব্বাস ছিলেন নাছোড়বান্দা। একদিন গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল ঘরে ভগবতীবাবুকে খোশমেজাজে দেখে আব্বাস সুযোগটাকে কাজে লাগান। বলেছিলেন –

> "যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি। সেই যে বলেছিলাম ইসলামী গান দেবার কথা, আচ্ছা, একটা এক্সপেরিমেন্টই করুণ না, যদি বিক্রী না হয় আর নেবেন না, ক্ষতি কি?"[৮]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 675 - 680
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেদিন ভগবতীবাবু রাজী না হয়ে পারেননি। আব্বাসকে বলেছিলেন —

"নেহাতই নাছোড়বান্দা আপনি, আচ্ছা আচ্ছা করা যাবে।"[৯]

দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পুরণের পূর্বাভাস পেয়ে আব্বাস ছুটে যান কাজীদার কাছে। কাজীদা তখন ইন্দুবালা দেবীকে গান শেখাচ্ছেন। ভগবতীবাবু ইসলামী গান রেকর্ডে রাজি হয়েছে শুনে তাঁকে ছুটি দেন। আব্বাস কাজীদার জন্য এক ঠোংগা পান ও চা ব্যবস্থা করেন। তার আধঘণ্টার মধ্যে দরজা বন্ধ করে নজরুল ইসলাম লিখে ফেলেন— 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।' গানটি। পরের দিন লেখেন— 'ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর।' গান দুটি লেখার চারদিন পরে রেকর্ড হয়। গান দুটি পুরোপুরি মুখস্থ না হওয়ায় রেকর্ডের সময় নজরুল ইসলাম হারমোনিয়ামের উপর রেখে পাণ্ডুলিপিটি ধরেন আর সুমধুর কণ্ঠে গান করেন আব্বাসউদ্দীন। রেকর্ডের দু'মাস পরেই ছিল ঈদ। বাঙালি মুসলমান সমাজ নিজ ধর্ম, নবী, রোজা কেন্দ্রিক গান পেয়ে সাদরে গ্রহণ করেন। এবং গান দুটিকে কেন্দ্র করে একটা উন্মাদনা শুরু হয়, মুসলমান বাঙালির কণ্ঠ থেকে গুন গুন করে গানের সুর ভেসে আসে। প্রায় দুই হাজারেরও বেশি রেকর্ড বিক্রী হয়েছিল। ঈদের ছুটিতে গ্রামে গঞ্জে গানটি শুনতে আব্বাসউদ্দীন উৎফুল্ল ও আনন্দ অনুভব করেছিলেন। ইসলামী গানের সফল প্রচারে নজরুলও খুশি হন। উচ্ছ্বসিত আনন্দে নজরুল আব্বাসকে বলেছিলেন— "আব্বাস, তোমার গান কী যে হিট হয়েছে।"[১০] আব্বাসউদ্দীন আহমদ ৩৭টি ইসলামী গান গেয়েছেন।

প্রথম গান দুটি সাফল্যের মুখ দেখায়; ইসলামী গান রচনায় নজরুলের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ইসলামের নবী, নামাজ-রোজা, জাকাত, মক্কা-মদিনা, ইজরাইল, ফাতেহা-দোয়াজদাহাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গান রচনা করেছেন।

আল্লাহ্ ও নবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) নিয়ে লিখেছেন —

১. 'আমি আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে।
ফলবে ফসল বেচ্‌ব এবার কেয়ামতের হাটে।।...'[১১]
২. 'মোহম্মদ মোর নয়ন-মণি মোহম্মদ নাম জপমালা।
ঐ নামে মিটাই পিয়াস ও নাম কওসারের পিয়ালা।।
মোহম্মদ নাম শিরে ধরি,
মোহম্মদ নাম গলে পরি,
ঐ নামেরি রওশনিতে আঁধার এ মন রয় উজালা।।...'[১২]
৪. 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহম্মদ এলো রে দুনিয়ায়,
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়।...'[১৩]

ঈদ নিয়ে লিখেছেন —

১. 'ঈদের খুশির তুফানে আজ ভাসলো দো জাহান
এই তুফানে ডুবু ডুবু জমিন ও আসমান।।
ঈদের চাঁদের পানসি ছেড়ে বেহেশ্‌ত হতে
কে পাঠালো এত খুশি দুখের জগতে
শোন ঈদ্‌গাহ হতে ভেসে আসে তাহারি আজান।।...'[১৪]
২. 'এলো রমজানেরই চাঁদ এবার দুনিয়াদারী ভোল
সারা বরষ ছিলি গাফেল এবার আঁখি খোল্।।
এই একমাস রোজা রেখে
পরহেজ থাক গুনাহ্ থেকে
কিয়ামতের নিয়ামত তোর ঝুলি ভরে তোল্।। ...'[১৫]

হজ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন –

১. 'চল্ রে কাবার, জিয়ারতে, চল্ নবীজীর দেশ।
দুনিয়াদারীর লেবাস খুলে পর্ রে হাজির বেশ।।
আওকাতে তোর থাকে যদি—আরফাতের ময়দান,
চল্ আরফাতের ময়দান,
এক জামাত হয় যেখানে ভাই নিখিল মুসলমান। ...'[১৬]

মদিনা ও মুসলমান সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন –

'ত্রাণ কর মওলা মদিনার—
উন্মত্ত তোমার গুনাহগার কাঁদে।
তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ায়
পড়েছে আবার গোনাহের ফাঁদে।'[১৭]

জাকাত সম্পর্কে কবি লিখেছেন –

'দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত।
তোর দিল্ খুলবে পরে ওরে আগে খুলুক হাত।।
দেখ্ পাক্ কোরান শোন্ নবীজীর ফরমান
ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান। ...'[১৮]

মা ফতেমা ও তাঁর দুই ছেলে হাসান ও হোসেন সম্পর্কে কবি লিখেছেন –

'ওগো মা— ফতেমা ছুটে আয়, তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি।
দিনের শেষে বাতি নিভিয়া যায় মাগো, বুঝি আঁধার হ'ল মদিনা-পুরী।।
কোথায় শেরে খোদা, জুলফিকার কোথা,
কবর ফেঁড়ে এসো কারবালা যথা—
তোমার আওলাদ বিরান হ'ল আজি, নিখিল শোকে মরে ঝুরি।।...'[১৯]

প্রায় একশ বছর পরেও নজরুলের ইসলামী গান সমান ভাবে জনপ্রিয়। ইসলামী গানগুলি বাঙালি মুসলমান সমাজের কাছে ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে একাত্ম। গানগুলি রচনায় নজরুলের কৃতিত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অপরদিকে আব্বাস উদ্দিন অনুরোধ বা আবেদনের মাধ্যমে সেদিন নজরুলকে ইসলামী গান রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সে কথাও স্বীকার করতে হয়। গীতিকার ও সুরকার নজরুলের ইসলাম সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও গান রচনার দক্ষতা এবং আব্বাসের সুললিত কণ্ঠস্বর বাংলা গানের ধারায় নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছে। শ্যামাসঙ্গীতে হিন্দু সমাজ এবং ইসলামী গান-গজলে মুসলমান সমাজ নিজ ধর্মীয় মহিমাকে উপলব্ধি, প্রতিবেশী সম্প্রদায়কে জানা-বোঝার সুযোগ পায়। ইসলামী গান সূত্র ধরে ফার্সি, উর্দু, তুর্কি ও আরবীয় রাগ-রাগিনীর সঙ্গে পরিচিত হয় সঙ্গীতশিল্পী মহল। আঞ্চলিকতার সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক সুর-স্বর ও ভাবের ঢেউ লাগে বাঙালি সঙ্গীত জগতে এবং ভেসে ওঠে নতুন সুরের ডঙ্কা।

Reference:

১. চৌধুরী, নারায়ণ, 'নজরুলের গান', বিশ্বনাথ দে (সম্পা.) 'নজরুল স্মৃতি', সাহিত্যম্, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৯৭
২. আহমদ্, আব্বাসউদ্দীন, 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ২৪
৩. আহমদ্, আব্বাসউদ্দীন, 'কাজীদার কথা', বিশ্বনাথ দে (সম্পা.) 'নজরুল স্মৃতি', সাহিত্যম্, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১০১
৪. আহমদ্, আব্বাসউদ্দীন, 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৬২

৫. আহমদ্, আব্বাসউদ্দীন, 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৬৪
৬. উদ্দীনখান, আজাহার, 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল', ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ১১৬
৭. আহমদ্, আব্বাসউদ্দীন, 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৭২
৮. তদেব, পৃ. ৭৩
৯. তদেব, পৃ. ৭৩
১০. তদেব, পৃ. ৭৪
১১. কাজী, কল্যাণী, (সম্পা.) 'কাজী নজরুলের গান', সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৬৪
১২. তদেব, পৃ. ১৬২
১৩. তদেব, পৃ. ১৬৭
১৪. তদেব, পৃ. ১২২
১৫. তদেব, পৃ. ৭৪
১৬. তদেব, পৃ. ১২৩
১৭. তদেব, পৃ. ১৬৬
১৮. তদেব, পৃ. ১৭১
১৯. তদেব, পৃ. ১৯২